যুগান্তর

তারিখ : 27 JUL 2012
পৃষ্ঠা ... 3 ... কলাম ... 1

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে

- বৃত্তাকারে সংঘবদ্ধ সিন্ডিকেট মরিয়া
- মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

মুশতাক আহমদ

দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ফের বেপরোয়া। মালিকানা দ্বন্দ্ব থেকে শুরু করে নামমাত্র শিক্ষাদান, কোচিং স্টাইলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা, ভাড়া করা শিক্ষক দিয়ে ক্যাম্পাস পরিচালনা, সনদ বিক্রি, ক্যাম্পাস ও শাখা বিক্রি, আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের যৌন হয়রানি থেকে শুরু করে নানা কীর্তিকলাপ চলছে বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এর মধ্যে বর্তমানে অন্তত এক ডজনেরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানা দ্বন্দ্ব চরমে। ওই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক ট্রাস্টি বোর্ড রয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) সূত্র জানিয়েছে, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় জগতে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত ও বিতর্কিত বিষয় হল মালিকানা দ্বন্দ্ব। সনদ বিক্রি বা নামমাত্র শিক্ষাদানের মাধ্যমে রাতারাতি কোটি কোটি টাকার মালিক বনে যাচ্ছেন কিছু ব্যক্তি। এ কারণে ট্রাস্টি বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়েই কর্তারা যখন সনদ ব্যবসাটা বুঝে ফেলেন, লোভাতুর হয়ে ব্যক্তিরা তখনই নেমে পড়েন বাণিজ্যে। এরপর একাধিক ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হয়। শুরু হয় একে অপরকে হটানোর প্রতিযোগিতা আর পরস্পরের বিরুদ্ধে বিষোদগার। একপর্যায়ে বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। আদালত থেকে অনেকে স্থিতাদেশ নিয়ে আসেন। এরপর তারই জোরে চলে বাণিজ্য। মাঝখানে প্রতারিত হয় শিক্ষার্থী-অভিভাবক; বৃহৎ অর্থে দেশ ও জাতি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এ বাণিজ্যে মজা পেয়ে বর্তমানে দেশের একটি অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শিল্প গ্রুপ ৪-৫টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। তাদেরই কারণে ওই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সেরার দাবিদার নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটিও ওই গ্রুপটির কোপানলে রয়েছে। এছাড়া ইবাইস ও রয়েল ইউনিভার্সিটি নিয়েও তাদের বাণিজ্য জমজমাট।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিক পক্ষ ও কয়েকটি গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এই দ্বন্দ্বে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসির কর্মকর্তারা জড়িয়ে পড়েন। রহস্যজনক কারণে এক বাইরে : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৭

বাইরে : নিয়ন্ত্রণের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

একটির পক্ষভুক্ত হন তারা। এরপর শুরু হয় পৃষ্ঠপোষকতা। ফলে সমস্যা সমাধান না হয়ে জিইয়ে থাকে। সর্বশেষ প্রাইম ইউনিভার্সিটির বিবদমান দুটি পক্ষের একটি হয়ে ইউজিসি থেকে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। ওই বিজ্ঞপ্তিতে ইউজিসির নিজস্ব কোন বক্তব্য নেই। এক গ্রুপের বিরুদ্ধে আরেক গ্রুপের অভিযোগকেই তারা গণবিজ্ঞপ্তির ভাষা হিসেবে নেয়। জানা গেছে, সর্বশেষ আদালতের মামলার রায়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী ট্রাস্টি বোর্ড গঠনসহ অন্যান্য বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টির উত্তরা গ্রুপ মূল মালিক দাবিদার। এজন্য মিরপুর থেকে মূল ক্যাম্পাস উত্তরায় স্থানান্তরের উদ্যোগ নেন। কিন্তু ইউজিসির সংশ্লিষ্ট পরিচালক মিরপুর গ্রুপের বক্তব্য শুনে উত্তরা গ্রুপের বিপক্ষে সরকারি গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে। এ বিষয়টিকেই ইউজিসির পক্ষপাতিত্বের দৃষ্টান্ত হিসেবে নেয়া হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সালাউদ্দিন আকবর এ ব্যাপারে যুগান্তরকে জানান, ইউজিসি এ ধরনের বক্তব্য বা গণবিজ্ঞপ্তি দিতে পারে না। তাদের বক্তব্য হওয়া উচিত নিরপেক্ষ।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, শুধু প্রাইম ইউনিভার্সিটিই নয়, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ইবাইস ইউনিভার্সিটি, রয়েল ইউনিভার্সিটির মালিকানায় দ্বন্দ্ব রয়েছে। এগুলোর মধ্যে তিনটিকে ফেব্রুয়ারি মাসে মন্ত্রণালয় ৩ মাসের আলটিমেটাম দিয়ে পত্র দেয়। কথা ছিল এই সময়ের মধ্যে তাদের সমস্যা দূর করতে হবে। কিন্তু একটিও তাদের দ্বন্দ্ব দূর করেনি। কিন্তু তিন মাস পার হলেও সরকার এ নিয়ে পরে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। বরং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দ্বন্দ্ব আরও বেড়েছে। তাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকায় পাল্টাপাল্টি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে নিজেদের প্রকৃত মালিক দাবি করছে। এর বাইরে পক্ষগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসিতে লিখিত অভিযোগ করছে। এতে শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্তিতে পড়ছে। তাদের মধ্যে অসন্তোষও দেখা দিয়েছে।

এর বাইরে ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভ, ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটিতে ভিসি সংক্রান্ত জটিলতা চলছে। জটিলতা রয়েছে নর্দান, স্ট্যামফোর্ড, ইউআইটিএস, গ্রীন, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে। গ্রীন ইউনিভার্সিটি চটকদার বিজ্ঞাপনের জোরে শিক্ষার্থী ভেড়াচ্ছে। অথচ তাদের অবস্থা ওপরে ফিটফাট ভেতরে সদরঘাটের মতো।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের জটিলতা আর ফ্রি স্টাইলে চলা থেকে মনে হচ্ছে এগুলোর ওপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কিভাবে চলে সেসব বিশ্ববিদ্যালয়, তা সরকার জানে না। এ ব্যাপারে সরকারি ভূমিকাকেও অনেকে রহস্যজনক মনে করছেন। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয়ের আলটিমেটাম দেয়া ও কমিটি নিয়ে মন্ত্রণালয়ের ভূমিকায় নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। একটি গোয়েন্দা সূত্র জানায়, মন্ত্রণালয়ের এই ভূমিকার পুরাই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। ওই শাখার প্রশাসনিক কর্মকর্তা শেখ মহিউদ্দিনের নেতৃত্বে একটি সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে। সেখানে অনেক সময় ফাইল গায়েব হয়ে যায়। আবার সন্তুষ্ট করতে পারলে ফাইল স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপটুডেট হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

এদিকে আইন লংঘনের দায়ে চিহ্নিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অনেকগুলোই টাকার কুমির বনে গেছে। ইউজিসি ও দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) বিভিন্ন রিপোর্টে বেরিয়ে এসেছে তাদের দুর্নীতির খতিয়ান। এগুলোর মধ্যে বিশেষ করে লাগামহীন সনদ বাণিজ্য করে টাকা কামানোর বিপরীতে উচ্চশিক্ষায় ধস নামানোর দায়ে দারুল ইহসান, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর, শিপলস, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল, রয়েল ও নর্দান ইউনিভার্সিটি অন্যতম। বিভিন্ন সময়ে সরকার এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়ায় তারা মামলা পর্যন্ত করেছে। সরকার এসবের মধ্যে নর্দান, ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্স (ইউআইটিএস) ও লিডিং ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে মামলা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর অন্যগুলোর বিরুদ্ধে সরকার বিকল্প ভাবছে। এশিয়ান ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে অন্তত ১২৭ কোটি টাকার সনদ বাণিজ্যের প্রমাণ রয়েছে মন্ত্রণালয়ের হাতে। বিষয়টি দুদকও তদন্ত করছে।

প্রাইম ইউনিভার্সিটি : মিরপুর ও উত্তরায় প্রাইম ইউনিভার্সিটির দুটি ক্যাম্পাস রয়েছে। ক্যাম্পাস দুটির ট্রাস্টি বোর্ড নিয়ে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় দুই ক্যাম্পাস কর্তৃপক্ষকেই স্বীকৃতি দিয়েছে বলে দাবি উভয় পক্ষের। মিরপুর কর্তৃপক্ষের দাবি, তাদের ক্যাম্পাসই প্রধান ক্যাম্পাস। উত্তরাটি অবৈধ। এ বিশ্ববিদ্যালয়টি শাখা ক্যাম্পাস খুলে উত্তরায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করত। ওই শাখা ক্যাম্পাসের দায়িত্বে ছিলেন একজন পরিচালক। তাদের দাবি, জয়েন্ট স্টক কোম্পানিকে প্রভাবিত করে ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদন নিয়েছে। অপরদিকে উত্তরা ক্যাম্পাস কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে, মিরপুর এক নম্বরের ক্যাম্পাসটি অবৈধ। তারা বলছেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০-এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী তাদের ট্রাস্টি বোর্ডই আগে সরকারের রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট কোম্পানিজ অ্যান্ড ফার্মস-এ নিবন্ধিত হয়। এছাড়া মিরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠিত ট্রাস্টি বোর্ডের চারজন ছাড়া বাকি ৯ জনই উত্তরা ক্যাম্পাসের ট্রাস্টি বোর্ডে রয়েছেন। ৩ মে প্রাইম ফাউন্ডেশন নতুন কমিটি যথাযথভাবে রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ কর্তৃক গৃহীত ও অনুমোদিত হয়। ফাউন্ডেশনের নির্বাহী কমিটি এবং প্রাইম ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মেইন ক্যাম্পাস ও প্রধান কার্যালয় ২এ/১/ নর্থ ইস্ট অব দারুস সালাম রোড, সেকশন-১, মিরপুর, ঢাকা থেকে ৪২ রবীন্দ্র সরণি, সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০-এ স্থানান্তর করা হয়েছে।

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি : দেশে উচ্চশিক্ষায় সনদ ব্যবসার জনক হল এই এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ। এর মূল ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হলেন প্রফেসর ড. আবুল হাসান মু. সাদেক। তার বিরুদ্ধে শত শত কোটি টাকার সনদ ব্যবসার অভিযোগ রয়েছে। এ কারণে দু'বার সমাবর্তন আয়োজন করেও রাষ্ট্রপতি সেখানে যাননি। ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে এছাড়া চারিত্রিক নানা অভিযোগ রয়েছে। এভাবে নানা সংকট আর দ্বন্দ্ব যখন চরমে, তখন হারুন মিয়া নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে একটি অংশ পৃথক একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করেন। জানা গেছে, প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর সাদেকের সহোদর এই হারুন। কাঁচা টাকার গন্ধ আর প্রফেসর সাদেকের ভোগবিলাস থেকেই ভাইয়ের লোভ হয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে। এ নিয়ে প্রভাবশালী কিছু ব্যক্তির লুটপাটের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টি।

নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয় : দেশে প্রথম প্রতিষ্ঠিত নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে এক শিক্ষিকাকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে সৃষ্টি হয় সংকট। এ ব্যাপারে ইউজিসিকে দিয়ে মন্ত্রণালয় তদন্ত করায়। ওই তদন্তে অনেক কিছু বেরিয়ে আসে। কিন্তু দ্বিধাবিভক্ত ট্রাস্টি বোর্ড গায়ের জোরে নতুন ট্রাস্টি গঠন করেছে। এ নিয়ে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ তারা মানেনি।

অতীশ দীপঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয় : সরকারি দলের কিছু ব্যক্তিকে নিয়ে আইনি মারপ্যাঁচে ফেলে সম্প্রতি বিতাড়িত করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ও প্রতিষ্ঠাতা ভিসি অধ্যাপক আনোয়ারা বেগমকে। নিয়মানুযায়ী দ্বিতীয়বার ভিসি হতে ব্যর্থ হন তিনি। অভিযোগ রয়েছে, ক্ষুব্ধ হয়ে একটি ট্রাস্টি থাকার পরও নতুন করে একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করেন তিনি। এই বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় দখলের চেষ্টা চালালেও পারেনি। অবশ্য দখলদার অংশটিও সরকারি দলের বেশ কিছু নেতাকে নিয়ে নির্বিঘ্নেই এখন বিশ্ববিদ্যালয়টি চালাচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান মালিকানা দ্বন্দ্ব নিরসনের তাগিদ দেয়া হয়েছে।

ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি : বনানীতে অবস্থিত এই ইউনিভার্সিটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান ছিলেন আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি মকবুল হোসেন। পরে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে ঢাকার এক এমপি এটি দখল করেন। তখন মকবুল হোসেনকে ট্রাস্টি বোর্ড থেকে সরিয়ে দেয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এ নিয়ে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব এখনও চলছে। শুধু তাই নয়, বিষয়টি নিয়ে মকবুল হোসেন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎও করেছেন।

দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় : এ বিশ্ববিদ্যালয়টির সনদ ব্যবসা আর বেপরোয়াপনা রূপকথাকেও হার মানায়। বিশ্ববিদ্যালয়টি নিয়ে সরকার বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করে। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। চারটি পক্ষ আগের মতোই চলছে। যে যার মতো বাণিজ্য চালাচ্ছে।

ইবাইস ইউনিভার্সিটি : ইবাইস ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন জাকারিয়া সিকদার। স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতার ভাই এই জাকারিয়াকে গত বছরের শেষের দিকে ট্রাস্টি চেয়ারম্যানকে জোর করে সরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি দখলে নেয় জাকারিয়া সিকদারের আরেক ভাই কাওসার হোসেন এবং পার্টেক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান এমএ হাসেমের ছেলে শওকত আজিজ রাসেল।

ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি : ইউজিসি সূত্র জানায়, প্রায় সাড়ে আট বছর ধরে অবৈধভাবে চলছে ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি। এ বিশ্ববিদ্যালয়টি সাময়িক অনুমতি লাভ করে ২০০৩ সালে। ভিসি, প্রোভিসি ও ট্রেজারার নিয়োগের জন্য ২০০৪ সালের ৯ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তিনটি প্যানেল প্রস্তাব রাষ্ট্রপতি তথা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চ্যান্সেলরের সচিবের কাছে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতির কার্যালয় থেকে অনুমোদন না পাওয়ায় প্রস্তাবিত প্যানেল থেকে নিজেদের বিবেচনায় যোগ্য ব্যক্তিদের ভারপ্রাপ্ত ভিসি, প্রোভিসি ও ট্রেজারার হিসেবে নিয়োগ দেয় কর্তৃপক্ষ। পরে ২০০৫ সালের ৩১ জুলাই শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত প্যানেলের ভিসি পদে বিদেশী নাগরিকের নিয়োগের বিষয়ে ব্যাখ্যা চেয়ে চিঠি দেয়। কিন্তু চিঠি না পাওয়ার অজুহাত দেখিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চিঠির জবাব দেয়নি। এরপর শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০০৬ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির কোন খোঁজখবরই নেয়নি।

সরকারি বক্তব্য : এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এবং শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি। ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. একে আজাদ বলেন, মানসম্মত শিক্ষার ব্যাপারে তারা কঠোর। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় উচ্চশিক্ষাকে তারা স্বাগত জানান, কিন্তু মানের সঙ্গে আপস করে নয়। ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক আতফুল হাই শিবলী জানান, নর্থসাউথসহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে। বর্তমানে এশিয়ানসহ আরও কয়েকটি নিয়ে কাজ চলছে। তারা অনিয়ম-দুর্নীতি উদঘাটন করে মন্ত্রণালয়ে দিয়ে থাকেন। অতিরিক্ত সচিব সালাউদ্দিন আকবর বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ নেই— একথা ঠিক নয়। তাহলে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে অ্যাকশন নেয়া হল কিভাবে। তিনি বলেন, এটা ঠিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ঠিকমতো চলতে চায় না। কিন্তু সরকার এ ব্যাপারে কঠোর। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়কে নোটিশ দেয়া হয়েছে মালিকানা দ্বন্দ্ব নিরসনে। এ ব্যাপারে শিগগিরই পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা হবে। তিনি বলেন, কোন বিশ্ববিদ্যালয় কেমন, শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা তা জানেন। জেনেই তারা সেখানে ভর্তি হয়। এ ব্যাপারে তাদের সহযোগিতা প্রয়োজন।